# জনজোয়ারে জাঠা মিছিল জেলায় সর্বত্র


Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ নভেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৩ নভেম্বর,২০১৫, সোমবার, ৬ অগ্রহায়ণ,১৪২২


**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর :** বি পি এম ও-র ডাকে ছিল জাঠা। হয়ে উঠলো বিক্ষোভ মিছিল। টগবগ করে গর্জে উঠলো পদযাত্রা। সূর্যকান্ত মিশ্র, রামচন্দ্র ডোম, ধীরেন লেট সহ সমস্ত বামপন্থী কর্মীদের ওপর নির্বিচারে শাসক দলের আক্রমণের প্রতিবাদে বর্ধমান শহর কেন্দ্রীয় বি পি এম ও-র ডাকে সামিল হলেন হাজার হাজার মানুষ। শ্লোগান উঠলো শাসকদল যত বেশি আক্রমণ করবে ততই দীর্ঘ হবে মিছিল। প্রতিরোধের বার্তায় গর্জে উঠলো পদযাত্রা। বর্ধমান শহরকে বাঁচাতে বিপন্ন ব্যবসা, তোলাবাজি, প্রোমোটাররাজের হাত থেকে বাঁচাতে বি পি এম ও লড়ছে লড়বে। ১১৩টি গণ-সংগঠনের গণ মঞ্চ বেঙ্গল প্লাটফর্ম অব মাস অর্গানাইজেশনের ডাকে এই পদযাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি মদন ঘোষ, কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, অরিন্দম কোঙার, প্রাক্তন পুরপিতা আইনুল হক, সি আই টি ইউ নেতা তাপস সরকার, প্রাক্তণ ছাত্রনেতা অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ। পদযাত্রাটি স্টেশন চত্বর থেকে শুরু হয়ে জি টি রোড ধরে বাহির সর্বমঙ্গলাপাড়া বাবুরবাগ হয়ে শহর পরিক্রমা করে। পদযাত্রা শুরু হওয়ার আগে স্টেশন চত্বরে যানজটে আটকে যাওয়া পথচারি মানুষ বিরক্তি প্রকাশ না করে পদযাত্রাকে যেতে সাহায্য করেন। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে জাঠা মিছিল। ১৬ দফা দাবির সমর্থনে জেলাতেও এদিন শুরু জাঠা।

১৫ নভেম্বর বিকালে দুর্গাপুরের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান বিজরা গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। শেষ হয় শোভাপুর গ্রামে। দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী এবং সংলগ্ন গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলের বি পি এমও-র পক্ষ থেকে মূল ১৫ দফা দাবি সহ স্থানীয় আরও ৪ দফা দাবিতে ৫টি জাঠা দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী এবং সংলগ্ন গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলে সর্বমোট ২২ কিমি ও আগামী ২৯ নভেম্বর আরও একটি জাঠা ১০ কিমি পথ পরিক্রমা করবে।

রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে এদিন বাঁশড়া অঞ্চলে বিশাল জাঠার উদ্বোধনী সমাবেশের মাধ্যমে জাঠার সূচনা করলেন সি আই টি ইউ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বংশগোপাল চৌধুরী, বিবেক চৌধুরী, রুণু দত্ত প্রমুখ।

বিগত সাড়ে চার বছর ধরে বন্ধ থাকা রাজনৈতিক কর্মসূচি ২২ নভেম্বর সুলতানপুরে শুরু করলেন বামকর্মীরা। এদিন ছিলো তৃণমূল বাহিনীর বাইক নিয়ে রেইক জমায়েত। তা সত্ত্বেও বামকর্মীরা সুলতানপুরে জাঠা কর্মসূচি সংগঠিত করে। তার আগে সুলতানপুর বাজারে সাড়ে চার বছর থেকে বন্ধ থাকা পার্টি অফিসের তালা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করেন। পার্টি অফিসের মাথায় আবার লাল ঝাণ্ডা লাগায়। পার্টি অফিস খোলার পর এখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, সুকুল শিকদার। বন্ধ থাকা পার্টি অফিস খুলে সুলতানপুরের মানুষ আজ তার নমুনা পেশ করলো মাত্র।

২০ নভেম্বর নারায়ণগড়ে সূর্য মিশ্রে জাঠা মিছিলে তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনীরা হামলা করে। বীরভূমে রামচন্দ্র ডোমের পদযাত্রায় হামলা হয়। এই হামলার প্রতিবাদে মেমারি-১ জোনালের ডাকে একটি ধিক্কার মিছিল হয় বিকেল ৫টার সময়। জোনাল দপ্তরের সামনে থেকে মিছিল বের হয়ে বাজার পরিক্রমা করে চকদিঘী রোড অভিযান সংঘের সামনে থেকে ঘুরে জি টি রোড চৌমাথার মোড়ে

*—এরপর চারের পাতায়*

মাধবডিহি

দুর্গাপুর

কালনা

পূর্বস্থলী

রানিগঞ্জ

বর্ধমান শহর

# অভাবি বিক্রি বাড়ছে, ধানের ফলন কম, সংকটে চাষি

**কিশোর মাকর**

পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলায় গত চার বছরে ১০৩ জন চাষি আত্মঘাতী হলেও টনক নড়েনি সরকারের। অভাবি বিক্রি আটকাতে সরকার এখনও নামে নি কিনতে।প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে ২৪ নভেম্বর থেকে সরকারি দাম ১৪৫০ টাকা কুইন্ট্যাল দরে ধান কেনা হবে চাষির কাছ থেকে। জেলা প্রশাসন ঘোষণা করলেও সন্দিহান কৃষক মহল। গতবারও ঢাক ঢোল পেটালেও বাজার দর কখনোও সরকারি দামে ওঠেনি। যেখানে সর্বোচ্চ দর ওঠে ৭২০ টাকা বস্তা। সরকারি দাম যেখানে ৮৭০ টাকা বস্তা। তাই এবারও সিঁদুরের মেঘ দেখছেন কৃষক। নতুন ধান বিক্রি শুরু হয়েছে ৫৪০ টাকা বস্তা। গতবারের পুরানো ধান বিক্রি হচ্ছে ৬৫০ টাকা বস্তা। গত চার বছরে জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল ধান এবং আলুতে দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে কৃষক। এর থেকেই মুক্তি পেতে ঘটছে আত্মহত্যা। যদিও সরকার নির্বিকার।

এবার জেলাতে ধান চাষ হয় ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার হেক্টর জমিতে। গতবার যেখানে চাষ হয়েছিল ৪ লক্ষ ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে । বর্ধমান জেলাতে এবার ধান উৎপাদন ব্যাপক মার খেয়েছে। বিঘা পিছু ফলন হচ্ছে ১২-১৪ বস্তা (৬০ কেজি)। গতবার যেখানে ফলন ছিল ১৪-১৬ বস্তা। তাও আবার ত্রিশ শতাংশ ধান সেচের জলের অভাবে গর্ভাবস্থায় শুকিয়ে গেছে। শেষ সেচের জন্য এবার ক্যানেলে জল দেওয়া হয় নি। যা অনেকে মনে করতে পারছে না স্বাধীনতার পর থেকে এ ঘটনা প্রথম কীনা? একবার জল পেলেই যে মাঠভরা ফসল বাঁচানো যেত তা চোখের সামনে শুকিয়ে যাওয়ায় সহ্য করতে না পেরে জেলাতেই তিন জন আত্মঘাতী হয়েছেন। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রায়না, ভাতাড়, আউশগ্রাম, মন্তেশ্বর, কালনা এবং শিল্পাঞ্চলের ব্লকগুলি। রায়নার চাষি দেবু সোরেন জানালেন ভাগে চাষ করেছিলাম আড়াই বিঘা। সবটাই শেষ হয়েছে। মন্তেশ্বরের গদাধর হাজরা ৫ বিঘা ভাগে চাষ করে বাঁচাতে পারে নি। রায়নার সমীর কোঙার চল্লিশ বিঘা আমন চাষ করেছেন। পাম্প দিয়ে খাল বিলের সেচ দিয়ে তিন ভাগ বাঁচাতে পেরেছেন। একভাগ শেষ। আবার যেটুকু বেঁচেছে তাতে ফলন ব্যাপক কমেছে। সিস ধানে সেচের টান পড়লেই ফলন কমে। মত কৃষি বিশেষজ্ঞদের। পুষ্ট হয় না শিষের ধান।

সরকার যদি অভাবি বিক্রি বন্ধ করতে না পারে তাহলে কৃষকের দুর্দশার মিছিল দীর্ঘায়িত হবে। এক বিঘা ধান চাষ করতে চাষির খরচ দশ হাজার টাকা। শেষ দিকে সেচের জল পাওয়াতে (পাম্প দিয়ে) আরও দেড় থেকে দু'হাজার টাকা খরচ অতিরিক্ত। ফলন ১২ বস্তা বিঘা পিছু। অভাবি বিক্রি হলে চাষি পাচ্ছে ৬৪৮০ টাকা। বিঘাপিছু লোকসান দাঁড়াচ্ছে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। ঐ ধান সরকারি দামে বিক্রি হলে ৮৭০ x ১২ = ১০,৪৪০ টাকা। কমবে লোকসান। বাড়বে আশা। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জেলাতেই চাষির কেন এত দুরাবস্থা। উঠছে প্রশ্ন?

এদিকে জেলার ক্ষেতমজুর অংশ বিশাল সংকটে। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। তার ওপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া ধান কাটা যন্ত্র। গতবারের থেকে এবার ধানকাটা যন্ত্র এসেছে প্রতিটি গ্রামে। একটি ধানকাটা যন্ত্র ঘন্টায় তিন বিঘা জমির ধান কাটা, ঝাড়া, বস্তাবন্দী করে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। বিঘা পিছু খরচ পড়ছে ১০০০ টাকা। যেখানে এক বিঘা জমি ধান কাটা, ঝাড়া করতে কায়িক শ্রমে লাগছে ১৪ X ২১০ = ৪২০০ টাকা। সেখানে যন্ত্রে বিঘা পিছু খরচ পড়ছে ১,০০০ টাকা। সে কারণেই চাষি ঝুঁকছে যন্ত্রের দিকে। ফলে চরম সংকটে ক্ষেতমজুর। আরও সংকটে ভাগচাষি। একদিকে ভাগচাষে ব্যাপক লোকসান। অন্যদিকে গতর খাটাবার জায়গা সীমাবদ্ধ। বর্ধমান সদরের ভাগচাষি ভৈরব বাগ জানালেন এই পরিবর্তনের সরকারের আগে দু'পয়সা লাভের মুখ দেখেছি। গতর খাটাবার জায়গা ছিল। এখন কুল কিনারা কিছু নেই।

সব মিলিয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ এবং কৃষি অর্থনীতি এখন চরম সংকটে।

## গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।*

# বর্ধমানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর :** বড় পর্দার সিনেমা শিল্প এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে। সেই সংকট থেকে বেড়িয়ে আসার পথ সকলকে খুঁজতে হবে। এ ব্যাপারে দর্শকদের পাশাপাশি চলচ্চিত্রকারদেও দায়িত্ব নিতে হবে। নতুন স্বাদের চলচ্চিত্র উপহার দেওয়ার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করতে হবে চিত্র নির্মাতাদের। টি ভি এবং ইউ টিউবে সিনেমা দেখা যে সব নয়, সেটা দর্শকদের মাথায় রাখতে হবে। চলচ্চিত্র শিল্পে সংকট কাটাতে নতুন নতুন আঙ্গিক তুলে ধরতে হবে, প্রকাশ ঘটাতে হবে চলচ্চিত্রে। বলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অতনু ঘোষ। এদিন সংস্কৃতি লোকমঞ্চে বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে সপ্তদশ বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন চলচ্চিত্র দেশ ও দশের জন্য সংস্কৃতির দরজা খুলে দেয়। একটি দেশের সঙ্গে অপর দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজও অর্থনীতির পরিচয় ঘটে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতিও উৎসব উদযাপন কমিটির সভাপতি দেবু টুডু, পুরপতি ডা. স্বরূপ দত্ত প্রমুখ। এই চলচ্চিত্র উৎসব ১৬ বছর পেরিয়ে ১৭ বছরে পরেছে। স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব উদযাপন কমিটির সম্পাদক ড. বিভাষ রঞ্জন দাস। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাধিপতি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি ডঃ অশোক মজুমদার। ১৩ টি দেশের ১৩ টি ছবি প্রদর্শিত হবে। উৎসব চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। বড় পর্দার সিনেমা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে। সেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ সকলকে খুঁজতে হবে। এ ব্যাপারে দর্শকদের পাশাপাশি চলচ্চিত্রকারদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।


*বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত আকর দলিল*

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

**'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'**

প্রকাশিত হয়েছে (দ্বিতীয় সংস্করণ)

*পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।*

মূল্য : শোভন সংস্করণ ৩০০/-

বোর্ড বাঁধাই : ৩৫০/-

# নতুন চিঠি

২৩ নভেম্বর, ২০১৫


## গণমঞ্চের জাঠা রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছে

বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অব মার্স অর্গানাইজেশনস্-এর আহ্বানে রাজ্যব্যাপী প্রচার জাঠা রাজ্য-রাজনীতিতে এক ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। শাসকদলের জোর-জুলুম অত্যাচারে পীড়িত মানুষ প্রচার জাঠার প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে ঘরে চৌকাঠ পেড়িয়ে জাঠা যাত্রীদের শাঁখ-উলুধ্বনী, জল সরবৎ দিয়ে উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছেন। তাই রাজ্যের শাসকদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। শাসকদল তাদের লালিত পালিত দুষ্কৃতী বাহিনী অপ্রতিরোধ্য জাঠা মিছিলকে ভয়-ভীতি সন্ত্রাস নামিয়েও আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে। আক্রমণ যেমন তীব্রতর হয়েছে তেমনি জাঠা যাত্রীদের জেদও মানুষের মনে প্রত্যয়কে দৃঢ় করেছে। শাসক দলের আক্রমণ গণতান্ত্রিক-নাগরিক মূল্যবোধের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। যেমন আক্রান্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ তেমনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ডা. সূর্যকান্ত মিশ্র, প্রাক্তণ সাংসদ রামচন্দ্র ডোম, প্রাক্তণ সভাধিপতি ধীরেন লেট সহ বহু বিধায়ক। এই গণ-সংগঠনগুলির নেতা কর্মীদের কথা বাদ দেওয়া যাক। ১৫ দফা দাবিতে ১৪-২২ নভেম্বর রাজ্যবাপী প্রচার জাঠা প্রতিটি বুথ এলাকা পরিক্রমা করেছে। ১৫ দফা দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে সর্বস্তরের সব অংশের মানুষের দাবি। মূল্যবৃদ্ধি, মজুরী, বেকারি, কৃষির দাবি, নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দাবি। এই দাবিগুলি রাজ্য সরকার সাড়ে চার বছরে ধার-ধারেনি। মেলা-উৎসব-মোচ্ছব-দান খয়রাতির কর্মসূচির মধ্যে মানুষ ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। মানুষের আশু সমস্যার সমাধানের কোনো সদিচ্ছা এই সরকারে নেই। তাই মানুষ আজ গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিছিল পদযাত্রায় সামিল হওয়ার ইচ্ছাকে সংযমিত করে উষ্ণ অভিবাদন জানিয়েছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়েছে শাসক দল ও তার দুষ্কৃতী বাহিনী। মানুষের এই জাগরণকে প্রতিহত করতে তারা আক্রমণ হেনেছে—জাঠাযাত্রী পদযাত্রীদের উপর আক্রমণ জাঠা যাত্রীদের প্রত্যয়কে দৃঢ় করেছে। বিশ্বাস বাড়িয়েছে। মানুষ জাগছে প্রচার জাঠা এই বার্তা দিয়ে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে বন্দরে। মানুষের জাগরণ অপ্রতিরোধ্য হবেই।

## শারদ সম্মেলন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** বর্ধমানের সুপরিচিত পত্রিকা ছোটদের কথা এবং কিশোর জগৎ-এর শারদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল 'জাগরী' সভাকক্ষে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন ৭০/৮০ জন কবি সাহিত্যিক। এবার হরেন ঘটক স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় প্রবীণ কবি সুনির্মল চক্রবর্তীকে। প্রধান অতিথি ডঃ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহজ সরল বাংলায় যেভাবে টুনটুনির গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু মনকে সমৃদ্ধ করায় প্রয়াসী হয়েছিলেন তা উল্লেখের দাবি রাখে বলে জানান। প্রসঙ্গত তিনি হরেন ঘটকের সৃষ্টির উল্লেখ করেন। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও তিনি কোথাও অসুন্দরের সঙ্গে আপোষ করেননি। শিল্পী অবি সরকার চল্লিশ বছরের অধিক কাল ধরে ছোটদের কথার সঙ্গে তার যোগসূত্র তুলে ধরেন। হুগলির অভিনার অগ্রণী পত্রিকা সম্পাদক দিলীপ কুমার বাগ তার পত্রিকা চালানোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কবি সুনীতি মুখোপাধ্যায় আলোচনায় মুগ্ধ করেন সবাইকে। কবি সলিল ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন এবং কবিতা পাঠ করেন। শিশু শিল্পী অচিস্মিতা দে কে পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্পাদকদ্বয় কল্পনা সুর এবং ধীরেন্দ্রনাথ সুর উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কবিতা পাঠে আসর জমজমাট।

## এক ডজন প্রশ্ন

১. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কর্তার সিং সারাভা, হরনাথ সিং, বখশিস সিং, মোরেইন সিং, করম সিং - দের কবে কোথায় ফাঁসি হয়েছিল?
২. হাঙ্গেরি দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? রাজধানী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৩. ক্রিকেটার শচীন তেণ্ডুলকরকে কবে কোথা থেকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল? সেদিন তাঁকে ভারতের কোন সম্মানে সম্মানিত করা হয়?
৪. কার নির্দেশে কবে কমিউনিস্ট লীগ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল?
৫. স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা কবে কোথায় জন্মান? কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন?
৬. আন্তর্জাতিক ছাত্র দিবস কবে পালিত হয়? কোন ঘটনার স্মরণে?
৭. ১৯২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে বলে কার নাম ঘোষিত হয়েছিল? তিনি তা কবে প্রত্যাখ্যান করেন?
৮. সিংহ ছিল ভারতের জাতীয় পশু, কবে বাঘকে ভারতের জাতীয় পশু বলে ঘোষণা করা হয়েছিল?
৯. স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীর সহ ৫০ জনকে হত্যা করে ব্রিটিশ সেনারা কবে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেছিল?
১০. আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি কবে সত্যজিৎ রায়কে 'গোল্ডেন হুগো' পুরস্কারে ভূষিত করে?
১১. প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার কোন সালে কোন মহিলা সাহিত্যিক পান? কবে কোথায় তাঁর জন্ম?
১২. কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কবে স্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিনত হয়? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী

# রুটির লড়াই .. -এর প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্য

বিধান রায়

বিগত শতাব্দীর চার-এর দশক এক উত্তাল সময়। এই সময়পর্ব পরাধীন জাতির হৃদয় বেদনায় সাহসী মূর্তি সঞ্চারের জন্য নতুন নতুন লড়াই-এ প্রেক্ষিতভূমি তৈরি করছিল। প্রতিটা মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছিল সাহসী প্রত্যয়। সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসি দৌরাত্মের বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছিল শুভচেতনার উদ্যোগ। ১৯৪১-এর ২২-এ জুন হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করলে কমিউনিস্টরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জনমত গঠনে রাস্তায় নেমে পড়েন। এর ফলশ্রুতিতেই এ দেশে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি', 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজকর্ম সম্পাদন করত কয়েকটি ফ্রন্টাল অরগানাইজেশনের দ্বারা তার মধ্যে 'ছাত্র ফেডারেশন', 'মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি', 'পিপলস রিলিফ কমিটি', 'কিশোর বাহিনী' ইত্যাদির মতই ছিল 'গণনাট্য সংঘ'। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল 'প্রগতি লেখক সংঘ' থেকে তৈরি হয়েছিল 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' তেমনি 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' থেকেই জন্ম হয়েছিল 'গণনাট্য সংঘ'র। গান আর নাটকের মিশ্রণ ঘটেছিল ঐ ধারায়। কবিগান, পাঁচালি, তরজা, কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি ইত্যাদি লোকসঙ্গীত নতুন আঙ্গীকে প্রাণ ধারণ করল। কৃষক শ্রমিকের সমস্যা উঠে এল গানের ঐ ধারাগুলিতে। নিবারণ পণ্ডিত, টগর অধিকারী, রমেন শীল, সেখ গোমানি, অখিল চক্রবর্তী, ট্রাম শ্রমিক দশরথ লাল, মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক কবি গুরুদাস পাল প্রমুখ মৃত্তিকা সংলগ্ন গায়কদের কর্মযজ্ঞে মিশেছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী নির্মলেন্দু চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাসের মত শিক্ষিত গায়ক গোষ্ঠি। পাশাপাশি দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিজন ভট্টাচার্যের মত নাট্যব্যক্তিত্ব। গণনাট্য সংঘের মূল উদ্দেশ্যকে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য নিজেই। তিনি লিখেছেন—'মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মূল কথা।" 'গণনাট্য' আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই রুটির লড়াই ও প্রাণের লড়াইকে যাঁরা একসূত্রে বেঁধে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিজন ভট্টাচার্য।

যে সময়টা বিজন ভট্টাচার্যকে মানুষের সঙ্গে পরিচিতির জায়গায় এনে দিয়েছিল তা হল বিগত শতকের চারের দশক। এই সময়পর্বের কয়েকটি দিক বিজনের নাটকে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কলকাতা কাঁপছে বোমারু বিমানের ভয়ে। ১৯৪৩-এর ৫ ডিসেম্বর জাপানি বোমারু বিমান কলকাতার উপর বোমা নিক্ষেপ করে এবং প্রায় তিনশো মানুষ মারা যান। এঁদের প্রত্যেকেই গরিব বস্তিবাসী নিরীহ মানুষ। অপরদিকে সারা বাংলাব্যাপী ভয়াবহ মন্বন্তর। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী নবান্ন' এই সময়ের ফসল। গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম মানুষ দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ''১৯৪৩ সালে সারা বাংলাদেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেল। আমাদের কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একদিন আমায় এসে বলল—'এই দেখ কী লিখেছি ...' দেখলাম বেশ কয়েকিট গান .... গানগুলির নামকরণ করল 'নবজীবনের গান'। সেই গানগুলি বহু অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতাম দল বেঁধে। তারপর আমাদের বিজন ভট্টাচার্য একটি নতুন নাটক লিখে সবাইকে নিয়ে নেমে পড়লেন সেই নাটকটির অভিনয় দেখাতে—নাটকটির নাম 'নবান্ন'।

'নবান্ন' বিজন ভট্টাচার্যের মাস্টার পিস্। আর কোনো নাটক না লিখলেও এই

'নবান্ন'-এর গুণে তিনি কালজয়ী হতে পারতেন।

'আনন্দ বাজার' পত্রিকা গোষ্ঠীর একটি প্রগতিপন্থী গোষ্ঠী ছিল। তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। তৎকালনী সময়ে মার্কসবাদী ভাবনায় 'অগ্রণী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটলে বিজন ভট্টাচার্যরা সেখানে লেখক হিসাবে অংশ নেন। ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিট ছিল তৎকালীন প্রগতিপন্থীদের দপ্তর ও আড্ডাস্থল। সেখানেই গোপাল হালদার, কবি অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, চিন্মোহন সেহানশীল, সুধী প্রধান প্রমুখদের সঙ্গে আসতেন বিজন ভট্টাচার্য। ঐ 'অগ্রণী' পত্রিকাতেই ১৯৪০-এ বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জাল-স্বত্ব' প্রকাশিত হয়। এই ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের দপ্তরেই 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'-এই তিনটি নাটকই পাঠ করেন বিজন। 'জবানবন্দী' নাটকের প্রেক্ষাপট ছিল তৎকালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। গৃহীজীবনের বারোমাসের তেরো পার্বন, চাষের আনন্দ, ফসলী উন্মাদনা—নবান্নের ঘ্রাণ ইত্যাদি ফিরে পেতে চায় তারা—এই গুলিই 'জবানবন্দী' নাটকের বিষয়ভিত্তি হয়েছে। এই 'জবান বন্দী' নাটকের আরও বলিষ্ঠ রূপ হল 'নবান্ন'। গ্রাম উঠে আসছে শহরে। শহরের আকাশ-বাতাস 'একটু ফ্যান দাও মা' ধ্বনিতে আলোড়িত। খেতে না পাওয়া মা আর এক মায়ের কাছে তার কঙ্কাল সার চেহারার সন্তানকে এক বেলার জন্য ধার চাইছে, সেই হাড্ডিসার শিশুকে দেখিয়ে একটু ফ্যান ভিক্ষা করে আনবে, আর পেটে ঢেলে দেবে সেই 'অমৃত' তরল। 'নবান্ন'র প্রধান সমাদ্দারের পরিবার এরকমই একটি দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবার। জোত জমি ছেড়ে তারা শহরে এসেছে প্রাণটাকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার তাগিদে। অনুষ্ঠান বাড়ির ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতেহবে তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রকৃতি আর মুনাফাখোরদের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষ তাদের এই পরিনতির জন্য দায়ী। সমাজ জীবনের এই চরম বিপর্যয়, প্রচলিত মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন, ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ভাঙন, আগামী জীবনের স্বপ্নিল উন্মাদনা জীবন্ত করে তুলেছে নাটকটিকে।

'নবান্ন' নাটকের নানা ভূমিকায় অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে মিত্র), শোভা সেন, অনু দাশগুপ্ত, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হরিপদ কুশারী, রীবন্দ্র মজুমদার, গোপাল হালদার প্রমুখ। 'নবান্ন' নাটক তৎকালে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে যেখানেই 'নবান্ন' অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই মানুষ দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। কৃষক সম্মেলনগুলিতেও 'নবান্ন' অনুষ্ঠিত হয়েছে আর আকুণ্ঠ অভিনন্দন ধ্বনিত হয়েছে সহকর্মীদের কাছ থেকে। গণনাট্য সংঘের দলিল থেকে জানা যায় কলকাতায় 'নবান্ন' নাটকের প্রায় চল্লিশটি শো হয়েছিল। বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রায় ১৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে 'নবান্ন' নাটক অভিনীত হয়। 'নবান্ন' নাটকের বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয় শৈলীর একাগ্রতা ধরা পড়েছে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের অন্যতম কর্মকর্তা চিন্মোহন সেহানবীশ-এর লেখায়। তিনি লিখছেন—'নবান্ন অভিনয়ের কথা বলতে মনে পড়ে গেল বন্ধুবর সুধী প্রধান প্রায়ই তখন নালিশ জানাতেন যে প্রথম দৃশ্যে উত্তেজনা বলে বিজন নাকি রোজ তাঁর গলা এতো জোরে চেপে ধরেন যে তাঁর মনে হত মঞ্চের উপরেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত। সত্যই অভিনয়কালে বিজন তাঁর ভূমিকার মধ্যে এমন ডুবে যেতেন যে তখন তাঁর জ্ঞান থাকত বিচারের।'

'নবান্ন' নাটকের পর বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘ থেকে সরে যান। 'অন্তরলি' নাটকের শ্রষ্ঠা দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —'গণনাট্য সংঘ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও সংঘের শিল্পাদর্শ থেকে বিজন কিন্তু কখনো সরে যায় নি।' নাটকের পর নাটক লিখে গেছেন, নিজে দল করে প্রযোজনাও করেছেন কিন্তু রুটির লড়াই আর প্রাণের লড়াই থেকে বিচ্যুত হননি। 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর' 'গর্ভবতী জননী' 'দেবীগর্জন' প্রভৃতি নাটকে এসেছে তাঁর আজন্ম লালিত মূল্যবোধ। অত্যাচারী জোতদার, জমিদার, বস্তিবাসী মানুষ, নির্যাতীত মানুষের নিপীড়িত আত্মারা নাটকের কুশীলব হয়েছে।

এ বছর অর্থাৎ ২০১৫, বিজন ভট্টাচার্যের শতবর্ষ। ১৯৭৮-এর ১৯-এ জানুয়ারি বিজন ভট্টাচার্য মারা যান। আজ তো বাংলার দুর্ভিক্ষানাই, কোনো তরুণ কবির যৌবন কাটে না খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়। বোমারু বিমানের ভয়ে নিদ্রাহীন রাত্রী যাপন করতে হয় না কোনো কলকাতাবাসীকে। তা হলেও বিজন কেন প্রাসঙ্গিক? প্রাসঙ্গিক অনেক কারণে। আমরা যখন বিজন ভট্টচাচার্যের শতবর্ষ চর্চায় মেতেছি ঠিক তখন সারা দেশে ১২, ৩০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। দেশের কৃষিমন্ত্রী বলছেন চাষিরা নাকি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বিজন এই তামাসাব্যঞ্জক উক্তিকে মেনে নিতেন না। আমাদের রাজ্যের আলু চাষিরা আলুর দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার তো মানতে চাইছেন না। গ্রামে গ্রামে জোতদার মহাজনরা ভাবছে তাদের সুদিন এসে গেছে। জমির মাথায় দাঁড়িয়ে হুশিয়ারি দিচ্ছে পাট্টা পাওয়া চাষিকে—'জমি তোর বাপের নয়, তোদের বাপরা আজ শেষ।' আজ চাষি, ক্ষেতমজুররা আবার বিপন্ন। 'নবান্ন' নামে এক প্রাসাদ হুগলি নদীর তীরে দাম্ভিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করা চাষির ঘরে নবান্নের প্রসাদ নেই। তাই আজ আবার বিজনের 'নবান্ন'র স্ক্রিপ্টটা সামনে নিয়ে আসতে হচ্ছে। কামদুনি, গেদে, সাত্তোর প্রভৃতি জায়গায় 'দেবীগর্জন' নাটকের অভিনয় হওয়া জরুরি। বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিটি নাটক আজও সমাজভাবে প্রাসঙ্গিক। 'নবান্ন' মানে কোনো একটা নাটকে স্ক্রিপ্ট নয়, 'নবান্ন' একটা আন্দোলনের স্মারক।

আজ যখন শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর একটা অংশ সরকারি আনুকুল্য-এর লোভে কার্যত বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন তাদের কাছে বিজন ভট্টাচার্য একটা উদাহরণ। তাঁর কথাতেই লেখা শেষ করি। তিনি ১৩৭৪ সালের শারদীয় 'কালান্তর'-এ লিখছেন—'কাজের ফাঁকে আজও স্বপ্ন দেখি, খরা পোড়া উষর প্রান্তরের এক কোণে চুপ করে বসে সমুদ্যত কাস্তের মুখে ধান কাটার গান শুনি। লে-অফ আর লক-আউট অভিশপ্ত ফ্যাক্টরী গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রমন্ত্রে চৌদুনী উৎপাদনের অর্কেস্ট্রা বাজাই। চারণের আর কী কাজ থাকতে পারে।'

*কৃতজ্ঞতাস্বীকার—*

*ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত—দেবব্রত বিশ্বাস,*

*গণনাট্য পঞ্চাশ বছর, বিজন ভট্টচার্য রচনাসমগ্র*

# অন্য সংস্কৃতি

রম্য রচনা

## শনির কোপ

সমর সাহা

সেদিন বিমর্ষ মনে শনিদেব স্বর্গে ব্রহ্মার পরামর্শ নিতে যাচ্ছেন। পথে লক্ষ করলেন ঢেঁকিতে চড়ে নারদ মুনি সেই দিকেই আসছেন। আশেপাশে এমন কোনো আড়াল নেই যে, সেখানে লুকিয়ে তখনকার মতো কৈফিয়তের বন্যা থেকে একটু বাঁচবেন। শকুনের রথটা লুকোতে পারলেও নিজের দেবজ্যোতি ওই সমস্ত ধুয়ার মেঘে আড়াল করা সম্ভব নয়। তবু কেন যে আরও জ্যোতি মুনাফার জন্য পৃথিবীতে আসতে হয় তা অনেকেরই জানা নেই। এমন ভরা উৎসবের মরশুমে স্বর্গে সময় নষ্ট করা, তাও শনি মহারাজের ইচ্ছা নয়। এই উভয় সংকটের মধ্যে শনি ঠাকুর। এই সংকটের মধ্যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া নারদ মুনির হাজারো প্রশ্ন শুনতে হবে তাঁকে। ওদিকে দেবর্ষি প্রথমেই বুঝতে পেরেছেন যে, শনি ঠাকুর তাঁকে এড়াতে চাইছেন। তাই দ্রুত কাছে এসে কিছু বলতে যাবেন, অমনি চতুর শনি মহারাজ প্রশ্ন করে বসলেন,

—কী ব্যাপার দেবর্ষি, এদিকে হন্তদন্ত হয়ে! কিছু বলবেন?

—না-রায়ণ, না-রায়ণ।

—না না! আমি কোনো রা কাটতে চাইছি না! দেখলাম পড়ি মরি করে আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন কিনা! তাই জানতে চাইলাম।

—হ্যাঁ, ঠিক। আমিও তো দেখলাম তপননন্দন কেমন যেন জড়সড় হয়ে স্বর্গের পথে এগিয়ে চলেছ।

গ্রহ ঠাকুর বুঝলেন স্বর্গের সংবাদদাতা ও গুপ্তচর বলে যার খ্যাতি তাঁকে কিছু আড়াল করার কোনো মানেই হয় না। তাই তাঁর প্রশ্নবাণ থেকে বাঁচতে আসল কথা বলে ফেলাই ভালো।

—মানে দেবর্ষি, আমি ব্রহ্মার কাছে যাব, একটু পরামর্শ নিতে।

একথা শুনেই নারদমুনি কাঁধে ঝুলানো বীণায় এক অদ্ভুত ঝংকার তুললেন। আর তাঁর বীণায় এমন ঝংকার তোলা মানেই—কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়ে ওই ঝংকারে দেবর্ষির আনন্দ ও আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। তিনি সউল্লাসে বললেন—সে কী! ছায়াসূত! কাছেই পিতাসূর্যদেবকে ছেড়ে সরাসরি ব্রহ্মার কাছে কেন?

—কারণ সমস্যাটা পৃথিবীর পশ্চিম বাংলায়, যেখানে আমার ভক্তের সংখ্যা বেশি ছিল। আর পিতার যা রাগ, তেজে পৃথিবীটাকেই না ঝলসে দেয়। আমি সেটা চাই না।

—সেটা অবশ্য ঠিকই ভেবেছ। বাৎসল্য বলে তো একটা বিষয় আছে। তা সে কথা আমাকে বলা যাবে কি?

—এ কী বলছেন ঋষিবর। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যাঁকেই বলি না কেন আপনি তো জানতে পারবেনই, কারণ তাঁরা প্রাথমিক খোঁজখবর তো আপনার মাধ্যমেই নেবেন।

—ঠিক আছে, বিবরণটা দিয়েই ফেল না ঠাকুর।

নারদ মনে মনে ভাবলেন, আমাকে টপ্‌কে তিন-নাথের কাছে যাওয়া এত সহজ নয় বাছা! অগত্যা শনি মহারাজ বলতে শুরু করলেন,

—কী আর বলব দেবর্ষি! আপনি তো সবই জানেন, এখন বাংলায় কেমন অদ্ভুত সময় চলছে! ফল-মূল, মিষ্টি এতই দুর্মূল্য যে, অসহায়রা আমার ভোগে কিছু দিতেই পারে না, শুধু চারটে ভেজাল নকুলদানা বা বাতাসা!

—সে কী! ওখানে তো পাল্টে দেওয়ার ঢোল বাজছে। ধুমধাম উৎসব চলছে! তাই না? আর এখন তো নাস্তিকদের সরকার চলে গেছে। এসেছে আস্তিকদের সরকার।

—আরে না দাদা! এখন নীতির প্রতিযোগিতা কমে গেছে। আগে ওরা ছিল বলে রেশারেশি করে বেশি ঘটা হত। আর এখন দায়সারা ভাবে 'নমো নমো'। তবে এখন একটু হনুমান পুজো বাড়ছে। কিন্তু তাতে আমার কী?

—তা কেন? আমি তো দেখেছি বাংলার প্রজাবাৎসল্য এখন উৎসব ধর্মে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। আগে নাকি সর্বত্র মৃত সৎকার হত। তাই চারিদিক রংচং করে দৈন্য ঢাকা হচ্ছে। এমনকি তা নিয়ে জাঁকের বাহার। শুধু তাই নয়, আরক্ষাবাহিনীর বড়বাবু কর্মরত পোশাকে জুতো খুলে পূজায় সাহায্য করে, সমাজের অপকর্মীদের নিয়ে মানুষের মনে বল বাড়ানোর জন্য মিছিল করে। তার পরেও বলছ তোমার আয় কমছে?

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে সে সব আমাদের জন্য নয়। সেসব হচ্ছে একজনকে দেবী সাজিয়ে আখের গোছানোর কৌশল। প্রজাপালক বেজায় খুশি।

ঠিক তখনই ময়ূরের পিঠে চড়ে এক দেবযুবক, দু-হাতে মাথার চুল মাথার মাঝখান বরাবর এক সারিতে খাড়া করতে করতে সেখানে এসে হাজির। নারদ যুবককে ঠাহর করতে না পেরে সন্ধিৎসু নজরে চেয়ে রইলেন। এদিকে আলোচনাটা সম্পূর্ণ করতে না পারায় শনি ঠাকুর একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। কেউ কিছু বলছেন না দেখে যুবক নিজেই শুরু করল,

—এই যে শনুদা, তুমি নারুদার সাথে কোন্ ফন্দিতে ব্যস্ত ছিলে? কাকে আবার তোমার দশায় ফেলতে চাও? তবে যাই কর তোমায় জব্দ করার পাথরের প্রচার টিভিতে চলছে।

—ওরে ভাই কার্তিক, তোমাকে তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। এ কী বেশ ধারণ করেছ? হাত কাটা একটা গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট...

—এই নারুদা! তুমি না একেবারেই 'ব্যাক ডেটেড' রয়ে গেছ! আর দাদা, ওটা হাফপ্যান্ট নয়, এটাকে বলে 'বারমুণ্ডা'। গত বার মামার বাড়ি থেকে ফেরার সময় নিয়ে এসেছি। ওখানে এম.এল.এ-রাও বারমুণ্ডা পরে ঘুরে বেড়ায়। কেমন 'রাফ অ্যান্ড টাফ' বলো!

—সে তো বুঝলাম। তবে আমি আবার নারু হলাম কবে থেকে?

—কেন, পছন্দ নয়? আজকাল কেউ বড় বড় নাম পছন্দ করে না। ছোট্ট নাম মিষ্টি শোনায়। বেশ আদুরে লাগে। তাই না?

—আহা, মরণ! ভরা যৌবনে কেউ আদর করল না, এই বুড়ো বয়সে আদর! তা বেশ। কিন্তু এত সুদর্শন চুলগুলোকে এমন করছ কেন? মাথার বেশি অংশ নেড়া আর মাঝে এক সার দাঁড়া!

—আরে দাদা, এটা তো চুলের 'স্পাইক স্টাইল', এটাই লেটেস্ট।

সূর্যনন্দন চুপ থেকে ওদের আলোচনা শুনছিলেন। এবার ওদের কথার মাঝে ফোড়ন কাটেন।

—হ্যাঁ, এইসব আচরণই তো সব শেষ করল! তবে গত পূজায় দেখেছি কোথাও কোথাও অসুরদের এ রকম চুলের ছাঁটে সাজিয়েছিল।

—আর সেখানে কার্তিকের চুল কেমন ছিল? নারদ জিজ্ঞাসা করলেন।

—কেন, কার্তিকের চুলের সাজ যেমন তেমনি ছিল।

নারদ ঋষি এবার সুযোগ পেয়ে কার্তিকের দিকে তাকিয়ে বলল—বুঝলে তো কার্তিক ভাই, বাংলার মানুষ এমন সাজে দস্যুকেই দেখতে চায়।

—ছাড় তো নারুদা! বাংলার মানুষ কী যে চায়, ওরা নিজেরাই জানে না। ওখানকার মানুষ এখনই পরিবর্তন চাইছে আবার তখনই সুদিন চাইছে। আমি কি এতই বোকা যে, ওদের রাজনৈতিক হেরাফেরিতে জড়িয়ে যাব!

—সে আর কী করবে বল! ওখানে তো অসহায়ের ভাত-কাপড় জোগাতেই বেলা যায়। কখন তারা ভাববে বল। তাই জানার সময় কোথায়? আর তুমিই বা বাংলা ছাড়া কোথায় পূজা পেতে যাবে বল!

—শোন নারুদা, আমরা এবার লন্ডনে যাব ভাবছি। শুনেছি কলকাতা থেকে লন্ডন ভাল। তাছাড়া এসব সাজ পোশাকের কদর তো ওখানেই বেশি। তুমি কী বল শনুদা?

—এর মধ্যে আবার আমাকে কেন? আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায়—

—তোমার আবার কী হল শনুদা! বেশ তো লোক ঠকিয়ে করে খাচ্ছ।

—হ্যাঁ, ছাই খাচ্ছি। তুমি আসার আগে দেবর্ষির সাথে একটু পরামর্শ করছিলাম। তুমি এসে তাও দিলে ভেস্তে।

—তা কী শলা হচ্ছিল, আমি কি শুনতে পারি না?

কার্তিকের কথা শুনে নারদের মাথায় একটা যুক্তি এল, যদি শনির সমস্যাটায় কার্তিকের মত নেওয়া যায় তাহলে হয়ত কোনো একটা পথ বেরুলেও বেরুতে পারে। সারা দিন ময়ূরে চেপে টো টো করে বেড়ায়, অনেক তথ্য ওর কাছে থাকে। তাই দেবর্ষি নিজেই বললেন

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনতে পার। শনি মহারাজের আয় কমে গেছে বলছে।

—হ্যাঁ, নারুদা ঠিকই বলেছে। এখন বাংলায় বেশি মানুষ শনির কোপের ভয় করে না। তার ওপর জ্যোতিষীরা নীল পাথর দিচ্ছে।

—কেন এমন কথা বলছ? ওখানে তো ধর্মকর্ম অনেক বেড়ে যাওয়ার কথা। কী বল শনি মহারাজ?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন দেবর্ষি। তবে সে ধর্ম তো ধর্মের জন্য নয়। দলবাজির জন্য। যে নিজেকে বেশি নিরপেক্ষ দেখাতে চায়, তার মধ্যেই বেশি দলবাজি। আসলে অধিকাংশই মেকি।

—একেবারে ঠিক বলেছ শনুদা। যিনি অপরাধ করেন তিনি জেনেশুনে করেন। ধরা পড়লে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলতে পারলেই হল! সাফাই গাইতে বলতে হবে, ''আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে।'' আসলে 'জোর যার মুলুক তার' চলছে।

—হ্যাঁ ভাই কার্তিক, ওখানে দেখছি ন্যায়নীতি আদর্শ তলানিতে এসে ঠেকেছে।

—কী যে বল নারুদা, ওসব এখন 'ব্যাকডেটেড'! তবে আইন আইনের মতোই চলছে। তাই ওগুলোর কিছু পরিবর্তন চাই।

—তাহলে এখন শনি ঠাকুরের করণীয় কী?

—কেন, শনুদা এখন ধৈর্যের পরীক্ষা দেবে। কারণ ওনার ফার্ম এখন 'বিআইএফআর-এ লিস্টেড'। এদিকে সেখানকার প্রজাপালক 'পিপিপি মডেলে' গোটা কয়েক শনি ঠাকুর খোলা বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। ওরাই অসহায় মানুষকে প্রকোপে ফেলছে। আবার দাদাদের তুষ্ট করে দলে ভিড়লে, ওরাই আবার প্রকোপ মুক্ত করে দিচ্ছে। অন্যদিকে প্রজাপালক ওদের দলবাজির দক্ষতায় তুষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে রক্ষা করছে। তাই সময়ের অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই।

—ততদিনে তো তপনতনয় বুড়ো হয়ে যাবে!

—তা কেন হবে? যারা চুলে রং লাগায় তারা তো বুড়ো হয় না। বুড়ো হয় তারাই যারা চুলে রং লাগায় না অর্থাৎ যাদের সাদা চুল এবং যাদের গায়ে দাগ লাগানো যায় না। তাই যাদের চুল রং করা, গায়ে হাজারো দাগ আছে তারাই এখন সৎ এবং পরিবর্তনের এক্সপ্রেস!

—এ তো চরম ভণ্ডামি। অসহায়তা তো চরমে উঠবে!

—তাহলে বুঝেছ নারুদা, এখন ভণ্ডামিরই যুগ চলছে। আর তার জন্য অবশ্যই 'মগজে ব্রেন' থাকতে হয়। আর তাই এবার পুজোয় 'মা'কে বুঝিয়ে লন্ডনেই কাটিয়ে আসব। কোনো বিপত্তি পোয়াতে হবে না।

এই বলেই কার্তিক ময়ূরে চেপে চুল ঠিক করতে করতে ফুড়ুৎ। এদিকে নারদের কানে বুদ্ধির কথা আসতেই চোখ বন্ধ করে মুখে কী যেন বিড় বিড় করতে লাগলেন।

অমনি সেখানে পক্ককেশ বৃহস্পতি ঋষি উপস্থিত।

—বল হে নারদমুনি, কী হেতু আহ্বান?

দেবর্ষি নারদের সবিস্তার কথা শুনে গুরু বৃহস্পতি শনি ঠাকুরের প্রতি বললেন,

—শোনো হে শনি মহারাজ, কিছু সময় পার করার ধৈর্য ধরো। অসহায় যেদিন ঘুরে দাঁড়াবে সেদিন আবার তোমার কাছেই আসবে।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

## পবিত্র ঘৃণার আগুন

অরুণ মজুমদার

ভ্রম ঘুচে গেছে আসমুদ্র হিমাচলে
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে আজ
যোজন পায়ের সারি
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে

নেকড়ে যতই হিংস্র হোক
মানুষের কাছে বার বার পরাভূত
মহাকাশ জয়ী মানুষ
অভ্রংলেহী স্পর্ধায় যুথ বদ্ধ আজ
জীবন জয়ের পথে

হুঁসিয়ার হও স্বদন্তীরা
বসতির পবিত্র ঘৃণার আগুনে
খাক হয়ে যাবে মূঢ় আস্ফালন
দিন আসছে আলপথ রাজপথ ভেঙে।

## পেতে পারো বড় পদ

নলিনীরঞ্জন সরকার

শিব ঠাকুরের আপন দেশে সবই শুধুই গোলমেলে
রাজা ঘোরেন দেশে দেশে দেখেন দৃশ্য দুচোখ মেলে
বাগান ধোঁকে শ্রমিক মরে তাতে রাজামশায়ের কী
গরিবের তো মরণই ভাল সোজা মিলবে স্বর্গের সিঁড়ি
উন্নয়ন তো গরিব করে না করেন বড় ধনী
তাদের ধন আরো বাড়লে বাড়বে বৈভবেরই খনি।

শ্রমিক মরলে কেঁদো না তাতে তোমার কী
রাজামশাইয়ের জয়ধ্বনি তুললে মিলবে প্রচুর কড়ি
বড় দরের বুদ্ধিজীবী হলে পাবে বড় ইনাম
পেতেও পারো বড় পদ হতে পারে তোমার সুনাম।

## ফার্নেস

কনিষ্ক আচার্য

দুঃখের ফার্নেস পুড়ে অস্থিচর্ম সার
অনুভূতি আহার করেছে—অবসাদ
বিতর্ক বিসম্বাদে মন যেন তিতো নিম।
হাড়হিমকরা আশংকার ময়ালে—
আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা মন শায়িত শয্যায়
কালস্রোতে বয়ে যায় চেতনা, চৈতন্য ধ্যান
অচেতন পড়ে জ্ঞান কবর কঙ্কাল
কেটে যায় অলস সকাল—আলস্য বিষাদে।
তাই প্রতিবাদ মনের গহনে পুষে রাখা
কর্মনাশা কাজই শুধু নয়
নিছকই এই ভাবে হতাশা প্রকাশ
এ সকল ব্যর্থতাকে পরিহার করে
দপ করে জ্বলে ওঠা শ্রেয়!
অবিলম্বে দুঃখ হবে নাশ!

## আবার এসো

রীতা বসু(ধর)

মা আমার চালাতেন
সংসারের রোজ নামতা।
বাবার মাইনেতে সংসার চলা দায়।
অথচ উৎসব লেগেই আছে
বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, ইত্যাকার।
এই কটা টাকায় মাস কি করে চলবে?

মা ভালো-মন্দের ধার ধারতেন না
রাগ হতো, কেউ এলেও চলতো কথা।
অতিথিকে চা দিয়ে, মার চোখে প্রশ্ন?
ভালো উত্তর শোনার একটুকরো শব্দ

এখন সময় দৌড়ে চলে মিক্সিতে মশলা
উনুন তত্ত্ব কথায়, গ্যাস ওভেনেও জ্বালা
আসাম, দার্জিলিং চা পর্বে ঘোরে ভ্রমণে
বাজার দর আকাশছোঁয়া হাসি বিজ্ঞাপনে।
শরীর বাড়ায় হাত বৈদ্যুতিক পাখার আশায়।
বুকের গভীরে ঢেউ, শীতল হতে চায়।
বলা হয় নি শুধু মার মতো
আবার এসো।

## আমি তোমাদেরই লোক

বিশ্বজিৎ সরকার

তুমি শিল্পী
তোমার অনেক নাম যশ খ্যাতি
প্রতিদিন পাও অজস্র সেলাম
তোমার পদচিহ্ন আঁকা সরলরেখায়
এদিকে পাহাড়, ওদিকে সাগর।

তোমার সান্নিধ্য আর পরশ পেতে
শত সহস্র মানুষের ঢল
হুমড়ি খায়, শ্লোগান ছোটায়।

এত প্রাপ্তি, এত সম্মান
রয়েছে সেই হিমালয়ের শিখরের উচ্চতার ন্যায়
নেমে এসো শিল্পী এই মাটির বুকে
যেথা হাজারো মানুষ ধূলোতে লুটায়।

গড়েছ অনেক কিছু, তুমি তো ছদ্মবেশী
অমৃত দিয়েছে, দিয়েছে, জীবনের যত প্রাপ্তি
যত জয়গান, পূর্ণতা দেয় ইহলোক
সব রয়ে যাবে, যদি বল উচ্চস্বরে
আমি তোমাদেরই লোক

# রাজ্যে শিল্পোৎপাদন কমছে, বাড়ছে বেকারি, চলছে মৃত্যু মিছিল

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বার বার দাবি করছেন রাজ্যের কর আদায় বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত টাকা না দেওয়ায় এবং বামফ্রন্ট ভাণ্ডার খালি করে রাখার জন্যই নাকি 'দিদির' মনের মতো উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। (যদিও মেলা-খেলা ও দান খয়রাতিতে ক্লাবগুলিকে বুদ করে রাখার চেষ্টা চলছে।)

রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ্ কমার্শিয়াল ট্যাক্সের রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। ডাইরেক্টরেটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যেমন কর আদায় কমেছে তেমনি কমেছে পণ্য প্রবেশ কর বাবদ আদায়ের পরিমাণও।

রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০-২০১১ (বামফ্রন্ট-এর জমানায়) ঐ খাতে কর বৃদ্ধি হার ছিল ২৬ শতাংশ ২০১৪-২০১৫ সালে ঐ কর বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এসে নেমেছে। মোদ্দাকথা রাজ্যে নতুন শিল্প বিনিয়োগ না আসার জন্য এই হাল—এই সত্য কথাটা মুখ্যমন্ত্রী সহ তাঁর মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা স্বীকার করছেন না। বিনিয়োগ আসেনি। নতুন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। নীট ফল উৎপাদন বাড়েনি। আর উৎপাদন বাড়েনি মানে কাঁচামালও আসেনি। ফলে মেলেনি পণ্য প্রবেশ কর। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসে' রাজ্যের স্থান এখন ১১। দেশের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদদের অভিমতও তাই। শিল্প বিনিয়োগ আসছে না বলেই রাজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ আগের বামফ্রন্ট আমলের তুলনায় বর্তমানের রাজ্য সরকারকে প্রচুর টাকা দিচ্ছে। ট্যাক্সবাবদ আদায়ও বেশি। টাকা ফুটছে অন্যদিকে, আর নাই নাই রব। শেষ আর্তি 'রাজ্য সরকারি কর্মীদের মাইনে বারাতে পারব না'। বেকাররা পারলে মুড়ি, তেলেভাজা বিক্রি করুন।

## সরকারি চাকরি নয়, মুরি ভাজুন

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রতিদিন ফসলের দাম না পেয়ে চাষি আত্মহত্যা করছে। ফসলের মূল্য

### মুঝে উল্লু বানা বং

কার্ল হার্মাদ

এতে কম যে উৎপাদনের খরচও উঠছে না লাভ তো দূরের কথা। গত চার বছরে রাজ্যে ফসলের দাম না পাওয়া জনিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে ১০৪ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন। মরছে চা শ্রমিকরা। রাজ্যের চা বাগানের দরজা রোজই প্রায় একটা করে বন্ধ হচ্ছে। চলছে মৃত্যু মিছিলও।

বেকারির খরা কাটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগে তেলেভাজা শিল্পের দাওয়াই দিয়েছিলেন বর্তমানে তিনি মহিলাদের বাড়িতে বাড়িতে মুড়ি-ভাজার শিল্প গড়ে তুলতে বলছেন। কারণ মুড়ি ভেজে নাকি সরকারি চাকুরেদের থেকেও বেশি আয় করা যায়।

অন্য দিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী গত ১৮ মাসে ৩০ বার বিদেশে গেছেন। 'স্বচ্ছ ইণ্ডিয়া' গড়ার ফিকিরে বেশ কিছু সারচার্জ বাড়াচ্ছেন, গ্যাসে ভর্তুকি ছেড়ে দেবার নিদান দিচ্ছেন। জনগণের করের টাকায় দশলাকি স্যুট পড়ে 'চা-পে আড্ডায়' মাতছেন। অথচ দাদরি নিয়ে অসুহিষ্ণুতা নিয়ে কথা বলছেন না। চারিদিকে অশান্তির বাতাবরণে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য গত ২৮ মাসে ৪৫ শতাংশ কমে গেছে।

মনমোহন সিং-এর আমলে রপ্তানি বাণিজ্যের অঙ্ক পৌঁছে ছিল ৩৬৫ বিলিয়ন ডলারে। নরেন্দ্র মোদির ১৮ মাসে সেটা কমতে কমতে ১৫৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁচেছে। এটা কি দেশ তর তর করে এগিয়ে যাবার লক্ষণ?

গরিবের সস্তার প্রোটিন ডালের দাম আকাশ ছোঁয়া। ডাল আর মুরগির মাংসের দাম সমান সমান। পেঁয়াজ আর আপেল বা পেঁয়াজ আর চিনির দাম প্রায় সমান সমান। দেশের শিল্পোৎপাদনের সূচকবৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৩.৬ শতাংশে। বেকারি বাড়ছে। কর্মসংস্থানের মূল ক্ষেত্র মানুফ্যাকচারিংয়ে বৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশ থেকে ২.৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ সারা বিশ্বে অপরিশোধিত প্রেট্রোলজাত দ্রব্যের দাম কমছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের হাল ফেরানোর কথা দিয়ে ক্ষমতায় এসে নিজে দেশের কথা না ভেবে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কোটি কোটি বেকারের চাকরির কথা না ভেবে দামি দামি স্যুট পড়ে বিদেশে স্বপ্ন ফেরী করে বেড়াচ্ছেন। অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের ডাক দিয়ে ক্ষমতায় এসে সব ভুলে গেছেন। রাজ্যের যুব সমাজ হতাশাগ্রস্থ। তারা জানেনা সরকারি চাকরির দরজা কোথায়? চাকরির পরীক্ষার নামে প্রহসন হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। উল্টোদিকে ৫ থেকে ৭ লাখ টাকার ডিল এর কথা হাওয়ায় ভাসছে যারা টাকা দিতে পারছে না তারাও হতাশ আবার যারা টাকা দিয়েছে তারাও নিয়োগপত্র পাবেই জোর দিয়ে বলতে পারছে না। রাজ্যে গড়ে বছরে ১০ হাজার কর্মী অবসর নিচ্ছেন। বছরে ১ হাজার পদও পূরণ হচ্ছে না। গত ১০ বছরে মোট রাজ্য সরকারি কর্মীদের ১/৪ অংশ পদই খালি। এ পদ পূরণ করবে কে?

রাজ্যে নারী নির্যাতন বাড়ছে। কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ একাকার হয়ে যাচ্ছে। পুলিস নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ নিচ্ছে না নিলেও রাজনীতির দাদাদের কথায় ওঠাবসা করছে।

এর বিরুদ্ধে কথা বললে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানালে মিটিং-মিছিল করে গণতন্ত্রের কথা বললে অধিকারের কথা বললে তৃণমুলি ভৈরববাহিনীর আক্রমণ নেমে আসছে। রক্তাক্ত হচ্ছেন প্রবীণ প্রাক্তন বিধায়ক থেকে সাংসদ সকলেই। পুলিশের ভূমিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা কিংবা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া।

পাশের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর অভিষেক অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় রাজনীতির আলোয় গা ভাষাতে এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যিনি রাজ্যই চালাতে পারেন না, তিনি চালাবেন দেশ! সত্য সেলুকাস ...

# কুসুমগ্রামে মহিলার উপর পাশবিকতার প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ নভেম্বর :** রাস্তাঘাট, হাটবাজার, স্কুল-কলেজই নয়, এখন এ রাজ্যে মহিলারা তার নিজের ঘরের মধ্যে নিরাপদ নয়। দুষ্কৃতীরা মহিলাদের ঘরের দরজা ভেঙে তাদের গণ-ধর্ষণ করছে। পুলিশ প্রশাসন ততটাই নিঃস্পৃহ থাকছে। মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রামের সংখ্যালঘু মহিলার গণ-ধর্ষণ একটা নমুনা মাত্র। ২০ নভেম্বর কুসুমগ্রামে প্রতিবাদ সভায় বলেন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর। বক্তব্য রাখেন জেলার সভানেত্রী ভারতী ঘোষাল, জেলা সম্পাদিকা মণিমালা দাস প্রমুখ। বক্তারা বলেন, পুলিশ প্রশাসনের উপর আর আস্থা রাখা যায় না। সাত্তোর, মধ্যমগ্রাম, কামদুনি প্রভৃতি ধর্ষণ কাণ্ডের দুষ্কৃতীরা আজও সাজা পায়নি। সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলা ধর্ষিতা হওয়ার প্রতিবাদে এই জমায়েত।

উল্লেখ্য কুসুম গ্রাম গাইন পাড়ার এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ বাড়িতে একাই থাকতেন। স্বামী আলকাপ দলের একজন শিল্পী। তিনি কর্মসূত্রে শিলিগুড়ি থাকেন। একমাত্র ছেলে সেও কাজের সন্ধানে বাইরের রাজ্যে। ১৮ নভেম্বর রাত্রে দুষ্কৃতীরা ঐ মহিলার ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। মহিলার হাত-পা, মুখ বেঁধে দিয়ে উপথুপরি গণ-ধর্ষণ করে। ১৯ নভেম্বর সকালে প্রতিবেশিরা ঐ মহিলাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্বামীকে খবর দিয়ে আনায়। মন্তেশ্বর থানায় তিনি গণ-ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তা নিতে প্রথমে অস্বীকার করে। শেষে এলাকার সাধারণ মানুষের চাপে পুলিশ অভিযোগ নিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা রঘুনাথ দাস নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নির্যাতিত মহিলা ১৮ নভেম্বর সকালে তার নিজের মোবাইলটি পাড়ে রেখে পুকুরে থালা-বাসন মাজ ছিলেন। সেই সময় মোবাইলটি উধাও হয়ে যায়। সারাদিন উধাও হওয়া মোবাইলের সুইচ অফ ছিলো। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ধৃত যুবক রঘুনাথ দাস গৃহবধুর ঘরে এসে মোবাইলটি ফেরত দিয়ে যায়। সে বলে মোবাইলটি সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো। তার পর গভীর রাত্রে গণ-ধর্ষণের ঘটনা। পুলিশের দাবি ধৃত যুবক এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত।

# জনজোয়ারে জাঠা মিছিল

—প্রথম পাতার পর

মিছিল শেষ হয়। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন পীযূষ বিশ্বাস।

পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির অন্তর্গত ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪টি জাঠা মিছিল সংগঠিতভাবে ২২৫টি গ্রাম পরিক্রমা করেছে। আজ ছিলো শেষ জাঠা মিছিল পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের চুপি, হাটতলা থেকে সুবিশাল সুসজ্জিতকার ঝাণ্ডা, ব্যানার ফেস্টুন সহ শুরু হয়। জাঠা মিছিল এখান থেকে কাষ্ঠশালী, গঙ্গাধর পাড়া, চুপির চর, পাখিরালয় হয়ে রাজার চর গ্রামে পৌঁছায়। সেখানে পদযাত্রীদের গ্রামবাসীরা অভিনন্দন জানান। এরপর পূর্বস্থলীর ধারা পাড়া, চৌরঙ্গী, পলাশপুলি হয়ে ২০ কিলোমিটার পথ বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে ১৫ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এরপর সন্ধ্যায় পূর্বস্থলী স্টেশন বাজারে শেষ হয় পদযাত্রা। সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা প্রদীপ সাহা, সারা ভারত কৃষকসভার পূর্বস্থলী-২নং ব্লকের নেতা প্রদীপ মুখার্জী। সি পি আই(এম) নেতা সুব্রত ভাওয়াল প্রমুখ।

কালনার লড়াই আন্দোলনের তিন জাঠাকে গ্রাম্য সংস্কৃতিতে অভিবাদন জানিয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জানালে মহিলারা। আজ সকালে প্রথম জাঠাটি শুরু হয় হাট কালনার নিউ মধুবন থেকে। শেষ হয় শিকারপুরে। দ্বিতীয় জাঠাটি গ্রাম কালনা থেকে শুরু হয়ে ধাত্রীগ্রাম বাজারে শেষ হয়। তৃতীয় জাঠাটি কালনা শহরের দাস পাড়া থেকে শুরু হয়ে যুগীপাড়াতে শেষ হয়। তিন জাঠায় মোট ৩২০ জন পদযাত্রী অংশগ্রহণ করে। ৩৬ কিমি পথ অতিক্রম করে পদযাত্রীরা ৬১টি বুথ স্পর্শ করে। প্রায় প্রতিটি স্পর্শ করা বুথের মহিলারা গ্রামীণ সংস্কৃতিতে পদযাত্রীদের অভিবাদন জানিয়েছেন।

২২ নভেম্বর ইস্পাতনগরীর এ-জোন, বি-জোন, সি-জোন, সেপকো কলোনী, সেইল সমবায় আবাসন ও ধোবিঘাট-রঘুনাথপুর-পারুলিয়া অঞ্চলে বি পি এম ও-এর ডাকে চারটি জাঠায় ব্যাপক জমায়েত লক্ষ্য করা যায়। মূল ১৫ দফা দাবি সহ স্থানীয় আরও ৪ দফা দাবিতে আজ ও গতকাল মিলিয়ে মোট ৫টি জাঠা দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী এবং সংলগ্ন গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলে সর্বমোট ২২ কিমি পথ পরিক্রমা করে। অন্যান্যদের সাথে পদযাত্রায় পা মেলান গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব সন্তোষ দেবরায়, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী প্রমুখ।

# যুবনেত্রীর জীবনাবসান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ নভেম্বর :** দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমোদপুরের যুব আন্দোলনের নেত্রী রূপা ক্ষেত্রপাল(২৫)-এর জীবনাবসান হয়। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে এস.এস.কে.এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। এলাকায় যুব আন্দোলনের পাশাপাশি মহিলা সমিতির কাজ করতেন। আজ সকালে তাঁর মরদেহ গ্রামে আনা হলে অগণিত মানুষ এসে শ্রদ্ধা জানান। একটি শোক মিছিল হয়। তিনি পেশায় ক্ষেতমজুর ছিলেন। শেষ

শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম) নেতা আন্তাজ আলি দফদার, আব্দুর রহমান, জগন্নাথ গাঙ্গুলি সহ যুব ও মহিলা নেত্রীবৃন্দ।

### নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সুব্রত দত্ত, পিতা - মদন দত্ত, গ্রাম ও পোঃ ও থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Abhinava Datta যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Soumodwip Dutta নথিবুক্ত হয়েছে। Abhinava Datta এবং Soumodwip Dutta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

### ১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯১৫ সালের ১৬ নভেম্বর, লাহোর সেন্ট্রাল জেলে; ২। ইউরোপ মহাদেশে, ১৬ নভেম্বর ১৯১৮, বুদাপেস্ট, দানিয়ুব; ৩। ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর, ওয়াংখেড় স্টেডিয়াম থেকে, ভারতরত্ন; ৪। কার্ল মার্কসের নির্দেশে, ১৮৫২ সালের ১৭ নভেম্বর; ৫। ১৮৭০ সালের ১৭ নভেম্বর, মেদিনীপুরের হোগলাগ্রামে, ২৯-৯-১৯৪২; ৬। ১৭ নভেম্বর, ১৯৩৯ সালের এই দিন নাজি সৈন্যরা প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করেছিল; ৭। সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ, ১৯২৫ সালের ১৮ নভেম্বর; ৮। ১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর; ৯। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর; ১০। ১৯৭৩ সালের ১৯ নভেম্বর; ১১। ১৯০৯ সালের সেলমা লাগের লফ, জন্ম ১৮৫৮ সালের ২০ নভেম্বর, সুইডেনে; ১২। ১৯২৬ সালের ২০ নভেম্বর।


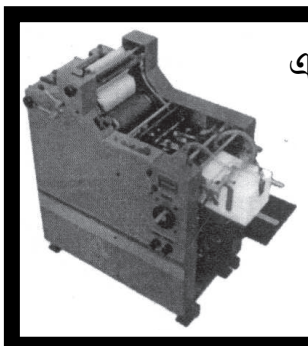

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

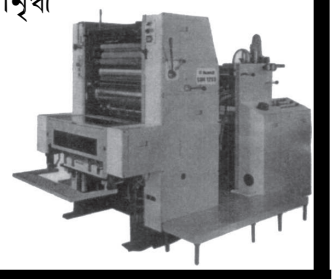

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা